আইভরি

এ সহর সব জানে আমাদের ভ্রম
অবসাদ, শোক, তাপ, বিবর্ণ জীবন
ঘুমের গভীরে তবু আইভরি রঙ!
রেড রোডে ছুটে যায় মায়াবী ফিটন

সূর্যালোক

আমার শরীর ঘিরে ভালবাসা, গান, সূর্যালোক!
আমাকে পাবে না জেনে ফিরে যাচ্ছে মৃত্যুর চালক...

শূন্য

যতদূর দেখা যায় আমি দেখি তাকে
সে ফিরে দেখেনি তবু আঁতুড় আমাকে

শূন্যপথে বোবা স্বর হারিয়েছে বাঁকে

জয়ন্তজয় চট্টোপাধ্যায়

রান চোর

রাতুল চন্দ্ররায়

আমার বাউন্ডারির সাধ
আমার সেঞ্চুরি সন্ধান
আমার অনন্ত পথ পাড়ি
ঝোলায় খুচ্‌রো দু-এক রান

তোমার কৌশলী রক্ষণে
আমার চারপাশে ফিল্ডার
তোমার সাধের গুলিস্তানে
আমি উট্‌কো ট্রেসপাসার

আমার প্রদীপের জিন নেই
আমার মিলবেনা চার ছয়
আমরা খুচ্‌রো দু-এক রান
আমার তিল তিল সঞ্চয়

এখন এক রান দুই রান
করেই এগোচ্ছি খুব জোর
খানিক বিলম্ব হয় – হোক
তাতেও থামবেনা রান চোর

তোমার খাস মলহের তালা
কসম্ ভাঙবোই মেরিজান
তুমি আমার সঙ্গে থেকো
আমার খুচরো দু'এক রান

অন্তরলোক

প্রসূন ভৌমিক

আমার জিভ নেই, কিন্তু কথা বলতে পারি
দেহ নেই, কিন্তু সম্পর্ক করতে পারি

আমি থাকি তোমার মাথার ভিতর
অনর্গল যার সঙ্গে মনে মনে কথা বলো,
পরামর্শ করো, ঝগড়া করো

আমি সেই লোক

এ সমস্ত বাবাদের লেখা

সৌরভ মুখোপাধ্যায়

আমার মেয়ের হাতে আলো ঢেলে দিয়ে গেছে তারা।
মাঝরাতে। স্বপ্নের পাখিরা।

সকালেই ঘুম ভেঙে মেয়ে সেই আলো দ্যাখে। খায়
স্নান ভেবে, ঢেলেছে মাথায়।

একমুখ হাসলো যেই, ওই দ্যাখো গলে পড়ছে আলো
ঝকঝকে নরম আলো
কেমন ঝাঁপিয়ে পড়লো জলে–

রাতের ঘুমোনোর পর, আমি, বাবি উঁকি মেরে দেখি
আমার মেয়ের হাতে তারা হয়ে ফুটেছে সকলে।

কে যে কন্যা তুমি কালোজলে

অভীক মজুমদার
স্মৃতিমেধ (উৎসর্গ : সুধীন্দ্রনাথ দত্ত)

ফিকে সন্ধ্যায় দেখেছি সাগরে প্রতিমা ভাসান
বুঝিনি তখন বার্তা পাঠাল কে দিবাবসান

হে মধুযামিনী ভাদ্রদামিনী জানাও নি তো
লবণাম্বুতে নিঃশেষ হবে যা কিছু আমরা জেনেছি ঋত

যাবে অখণ্ড-খণ্ড ভাষ্য মনীষীতত্ত্ব অমৃতবাণী
গ্রন্থ ঘোষণা টীকাটিপ্পনি ভবদর্শন ভূ-কোম্পানি

একা বালুতটে ঘিরে ধরে শুধু সপ্তঋষির প্রশ্নচিহ্ন
মুখে মনে বুকে শত ক্ষত আর বাঁচা এলোমেলো ছিন্নভিন্ন

তবু ছুটন্ত অশ্ববল্‌গা কব্জা করবো : স্বপ্নে বাঁচি
প্রিয়া বলেছেন, তিনি নিশ্চিত অন্তিমে নাকি রয়েছে রাঁচি!